ট্রাফিক জ্যামের টাইগার

HerStory Foundation

Auntora Mehrukh Azad

Let's Read

The Asia Foundation

আমার বাবার একটি জাদুঘর আছে। নানা রঙে রাঙানো চমৎকার এক জাদুঘর। সাধারণ জাদুঘরে না বসা যায়, না কোন কিছু ছোঁয়া যায়। কিন্তু আমার বাবার জাদুঘরে বসাও যায়, চাইলে চালানোও যায়। বাবার সেই জাদুঘরের নাম- রিকশা!

বাবার রিকশার ছাদ অনেকগুলো সাদা রঙের তারা দিয়ে সাজানো। বাবা যখন সেই ছাদ যাত্রীদের মাথার উপর টেনে দেন, তখন দিনের বেলা ঝকঝক আলোতেও রাতের তারা ভরা আকাশ দেখা যায়।

বাবা বলেন তার জাদুর রিকশায় কোন অসম্ভব বলে কিছু নেই।

বাবা রিকশায় আঁকা ছবি নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। আমাদের বলেন, "দেখ এখানে আঁকা রয়েছে কারখানায় রিকশা তৈরি করার গল্প। আরও দেখ বানররা কেমন পর্দা সাজানোর জন্য প্লাস্টিকের ফুল তৈরিতে ব্যস্ত। সেখানে আবার বাঘেরা সিটগুলো হাতুড়ি দিয়ে লাগাচ্ছে। দেখ, নেকড়েরা কারখানার রাজা সিংহকে গরম গরম চা খাওয়াচ্ছে; আর রাজা সিংহ ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখছে।"

বাবা যাত্রীদের পুরো শহর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান । আর যখন তারা ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে থাকে, তখন তিনি তাদের অবাক হবার মত সব জিনিস দেখান। বলেন, " আমাদের ট্র্যাফিক জ্যাম বাগানের মত - দেখুন কত ফুল দেখা যায়!" আরও বলেন, "দুনিয়ার আর কোথাও কি আপনি সিনেমার তারকাদের এত কাছে বসে থাকতে পারেন? এখানে আছেন জসিম, অঞ্জু ঘোষ এবং দুর্দান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন। ঠিক আমাদের পাশেই তারা বসে আছেন!"

এইসব দেখে জাদুঘরের যাত্রীরা খুশি হয়ে যান। আগ্রহ

নিয়ে দেখতে থাকেন বাস, সিএনজি এবং রিক্সায় আঁকা সিনেমার তারকাদের। গুণতে থাকেন হাতে আঁকা চমৎকার সব রঙ বেরঙের ফুল।

রিকশা চালাতে চালাতে বাবার যখন আমার মায়ের কথা মনে পড়ে, তখন তিনি ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে থাকা যাত্রীদের বলেন, "দেখুন, নায়ক এবং নায়িকা কেমন করে এক বিশাল জল সাপের মুখের ভেতর নাচছে? বলতেই হবে সাপটি কত ভদ্র! সে তার ধারালো মুখ খোলা রেখেছে যেন ভুলে তাদের খেয়ে না ফেলে। আবার দেখুন - দূরে একটি ঘোড়া কী মজা করে ওদের নাচ দেখছে।"

জাদুঘরটি বন্ধ করার পরে বাবা যখন বাড়িতে আসেন, আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করি সারাদিন ট্রাফিক জ্যামে জমা গল্পের ঝুড়ির জন্য। ঝুড়ি খুলে আমায় বলেন তাঁর দু:সাহসিক কাজগুলির কথা। 'জানো ঋতু, আজ আমি শুধু তোমার জন্য ২০টি কাঁটা ছাড়া গোলাপ, ১৫টি রূপোর চাঁদ এবং একটি খুব সুন্দর হৃদয় গুনেছি। ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে দিয়ে, বাঘ, ভিলেন এবং ভয়ংকর সব জীব জন্তুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে বাসায় নিয়ে এসেছে শুধুমাত্র 'মায়ের দোয়া'।

টীকা

রিকশার নকশায় এমন অনেক গল্প বলা থাকে যা বাংলাদেশের রাস্তায় আসা যাওয়ার পথে দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তায় ছুটে চলা রিকশা নামের জাদুঘরগুলিতে যাত্রীদের আনন্দ দেয়ার জন্য রঙ বেরঙের ফুল, সাজসজ্জা এবং ছবি দিয়ে সাজানো থাকে। রিকশায় আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি যাত্রীদের নিয়ে যায় কল্পনার রাজ্যের দুঃসাহসিক সব অভিযানে। সেখানে দেখা পাওয়া যায় রূপকথার সব অদ্ভুত জীবজন্তুর।

মায়ের দোয়া - এটি বাংলাদেশের যানবাহনের পেছনে লেখা একটি সাধারণ বাক্য।

Brought to you by

The Asia Foundation

Let's Read is a program of The Asia Foundation that supports early reading skills and habits to develop our next generation of critical thinkers and creative innovators in Asia and the Pacific.

To read more books like this and get further information, visit: letsreadasia.org

Original Story
ট্রাফিক জ্যামের টাইগার *(The Tiger in The Traffic)*. Author: HerStory Foundation. Illustrator: Auntora Mehrukh Azad.

Published by The Asia Foundation - Let's Read, © The Asia Foundation - Let's Read. Released under CC-BY-NC-4.0.

This work is a modified version of the original story. @ The Asia Foundation, 2021. Some rights reserved. Released under CC-BY-NC-4.0.

For full terms of use and attribution, http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/